যুগান্তর

তারিখ: 18 NOV 2017
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ৬

মুলাদীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

মুলাদীতে ২০১৮ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলো কোচিং বাণিজ্য শুরু করেছে। এতে সাধারণ অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য নিয়ে বিত্তশালীদের কোনো অভিযোগ না থাকলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। জানা গেছে, জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি-দাখিল পরীক্ষাকে সামনে রেখে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছরই কোচিং বাণিজ্য চালায়। সদ্যসমাপ্ত এসএসসি-দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বোর্ড নির্ধারিত ফি থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। ফরম পূরণের পরপরই শিক্ষার্থীদের ওপর কোচিংয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষ হিসেবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাছ থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ক্লাস করানোর জন্য ৩ মাসের কোচিং ফি নির্ধারণ করেছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। এসএসসি ও দাখিলের নির্বাচনী পরীক্ষার পর গত ১৩ নভেম্বর বিলম্ব ফি ছাড়া এবং ১৯ নভেম্বর বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণ কার্যক্রম শেষ হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নভেম্বরসহ ৩ মাসের কোচিং ফির নামে ৩-৪ হাজার টাকা ধার্য করেছে। ক্লাস শুরুর ৫-৬ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং ফি'র অর্ধেক টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক জানান, এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার পরে একটি সভা করার নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে একটি কাগজে স্বাক্ষর নেয়া হয়। ওই স্বাক্ষরে সন্তানদের অতিরিক্ত ক্লাস-কোচিংয়ের অনুমতি লিখে নিয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল জলিল জানান, এসএসসি-দাখিল শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানের ক্লাস নেয়ার দায় দায়িত্ব থাকে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ক্লাস করানোর জন্য বিষয়প্রতি ১৫০ টাকা আদায় করা যাবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাকির হোসেন জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার বাইরে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোচিং বাণিজ্য করলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।